তারিখঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং

বরাবর
মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

মাধ্যম
সিনিয়র সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

বিষয়ঃ **জাতীয় সংসদের ১৮১, ঢাক-৮ আসনে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জনাব মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ও তার নেতা-কর্মী, এজেন্ট, পরিবারের সদস্য কর্তৃক ভোট রিগিং, প্রভাব বিস্তার, ফলাফল আটকে রাখা, বাতিলকৃত ভোট গণনাভুক্ত করাসহ নানাবিধ নির্বাচনী অনিয়মের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল; উক্ত আসনে ভোট পুনঃগণনার পর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা এবং এর আগ পর্যন্ত শপথ অনুষ্ঠান আয়োজন থেকে বিরত রাখার আবেদন।**

জনাব,

জাতীয় নাগরিক পার্টি—এনসিপির মনোনীত প্রতিদ্বন্দী হিসাবে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ঢাকা-৮ আসনে শাপলা কলি মার্কায় প্রতিদ্বন্দিতা করি। কিন্তু একই আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জনাব মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ও তার নেতা-কর্মী,এজেন্ট, পরিবারের সদস্য কর্তৃক ভোট রিগিং, প্রভাব বিস্তার, ফলাফল আটকে রাখা, বাতিলকৃত ভোট গণনাভুক্ত করাসহ নানাবিধ নির্বাচনী অনিয়মের আশ্রয় নেয় এবং এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিজাইজিং অফিসার এবং আসনের রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে এবং ভোট কারচুপি ও অনিয়মের মাধ্যমে আমাকে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা না করে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি অত্র দরখাস্তের মাধ্যমে কারচুপি ও অনিয়মের বিষয় নির্বাচন কমিশনের নজরে আনছি এবং আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

কারচুপি ও অনিয়মের বিষয়ে নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রম	কেন্দ্রের নম্বর ও নাম	অনিয়ম ও কারচুপির বিবরণ
১	কেন্দ্র নং ২৮, মির্জা আব্বাস মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শাহজাহানপুর	শাপলা কলির পোলিং এজেন্টকে মির্জা আব্বাসের বাহিনী ঢুকতে বাধা প্রদান করে এবং পথরোধ করে আটকে রাখে। এছাড়াও ভোট গণনার সময় কাল-বিলম্ব করা হয়, দীর্ঘ সময় ধরে ফলাফল আটকে রাখা হয় এবং প্রিজাইডিং অফিসারের ওভাররাইটিং করা শিটে আমাদের এজেন্টকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়।
২	কেন্দ্র নং ২৯, শাহজাহানপুর রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	প্রিজাইডিং অফিসার আমাদের দুইজন পোলিং এজেন্টকে বুথ থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয় এবং প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ ভোট রিগিং করে।
৩	কেন্দ্র নং ৩১, শাহজাহানপুর রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়	মহিলা ভোট কেন্দ্রে পুরুষ পোলিং এজেন্ট রাখা যাবে না মর্মে অহেতুক বেআইনি অভিযোগ উত্থাপন করে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আমাদের এজেন্টদেরকে পাস না নিয়ে প্রায় দেড় ঘন্টা বিলম্ব করে এবং এই সময়ে কারচুপির আশ্রয় নেয়।
৪	কেন্দ্র নং ৩২, শাহজাহানপুর রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়	মহিলা ভোট কেন্দ্রে পুরুষ পোলিং এজেন্ট প্রধান থাকতে পারবে না বলে শাপলা কলির পক্ষে একজন মহিলা পোলিং এজেন্টকে ভোট গণনার সময় আটকে রেখে ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোট গণনা করা হয় এবং জোরপূর্বক স্বাক্ষর নেওয়া হয়।
৫	কেন্দ্র নং ৩৪, আব্দুল গফুর শিক্ষা শিবির	প্রিজাইডিং অফিসার শাপলা কলির ছয়জন পোলিং এজেন্টকে দীর্ঘ সময় পাস না দিয়ে ভিতরে ভোট কারচুপিতে মির্জা আব্বাসের কর্মী বাহিনীকে সহায়তা করে।
৬	কেন্দ্র নং ৩৮, মির্জা আব্বাস মহিলা ডিগ্রি কলেজ	প্রিজাইডিং অফিসারের সরাসরি নির্দেশনায় কেন্দ্রের প্রধান গেটে মির্জা আব্বাসের কর্মী বাহিনী শাপলা কলি মার্কার পোলিং এজেন্টদের থেকে প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল ফাইলটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় ২ ঘন্টা পোলিং এজেন্টগণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন নি এবং এই সময়ে ধানের শীষের লোকজন ব্যাপক কারচুপি সম্পন্ন করে।
৭	কেন্দ্র নং ৪০, দ্বীপশিখা প্রি-ক্যাডেট হাইস্কুল	বেআইনি অযুহাত দেখিয়ে প্রিজাইডিং অফিসার শাপলা কলি মার্কার ৭ জন পোলিং এজেন্টকে পাস না দিয়ে কেন্দ্র থেকে বের করে দেন।পরবর্তীতে প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রায় ২ ঘন্টা পর তাদের বুথে প্রবেশ করতে দেওয়া হলেও, ভোট গণনার সময় তাদের ওপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করে করা হয় এবং আইনানুগভাবে বাতিল ও নষ্ট ভোটকে সঠিক ভোট হিসাবে ধানের শীষের ভোট হিসাবে গণনা করা হয়।

CamScanner

		আমাদের এজেন্টদের আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে উল্টো চাপ সৃষ্টি করা হয়।
৮	কেন্দ্র নং ৭৫, ইস্কাটন গার্ডেন স্কুল (মহিলা)	প্রিজাইডিং অফিসার মহিলা এজেন্টদের অবরুদ্ধ করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে।
৯	কেন্দ্র নং ৮৩, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল	প্রথমবার গণনার পর এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। কিন্তু মির্জা আব্বাসের কর্মী বাহিনীর চাপে আবারো গণনা করে বাতিলকৃত ভোট ধানের শীষের ভোট হিসাবে যুক্ত করে জোর করে স্বাক্ষর নেওয়া হয়।
১০	কেন্দ্র নং ৮৮, সিদ্ধেশ্বরী বালক বিদ্যালয়	বাতিলকৃত ভোটকে ধানের শীষের ভোট হিসাবে যুক্ত করার জন্য পোলিং এজেন্টকে চাপ প্রয়োগ করা হয়। মির্জা আব্বাসের স্ত্রী আফরোজা আব্বাস বেআইনিভাবে কেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা অবস্থান করে ফলাফল প্রভাবিত করেন। পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট আসার পরও তাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।
১১	কেন্দ্র নং ৯৪ ও ৯৫ বিজ্ঞান ক্যাফেটেরিয়া,ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয় এলাকা	প্রিজাইডিং অফিসার প্রথমে শাপলা কলির পোলিং এজেন্টকে দীর্ঘ সময় পাস না দিয়ে ভিতরে ভোট কারচুপিতে সহযোগীতা করেন। প্রথমে বলেন দুটি বুথ নেই বলে শাপলা কলির পোলিং এজেন্টকে বের করে দেয় । আবার দেখা যায় শেষে বুথ আছে এবং ভোট গণনা করেন ।

এছাড়াও বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জনাব মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ও তার নেতা-কর্মী,এজেন্ট, পরিবারের সদস্য কর্তৃক ভোট রিগিং, প্রভাব বিস্তার, ফলাফল আটকে রাখা, বাতিলকৃত ভোট গণনাভুক্ত করাসহ নানাবিধ নির্বাচনী অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালাসহ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন-কানুনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটিয়ে অবৈধভাবে রিটার্নিং অফিসার জনাব মির্জা আব্বাসকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন।

সার্বিক বিবেচনায় আমরা ঢাকা-৮ আসনের উল্লেখিত অনিয়ম, কারচুপি ও বেআইনি প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ফলাফল অনুকূলে নেওয়ার ব্যাপারে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ, দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মির্জা আব্বাস, তার স্ত্রী আফরোজা আব্বাস ও তার সন্ত্রাসী কর্মী বাহিনীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা ঢাকা-৮ ভোট পুনঃগণনার দাবি জানাচ্ছি এবং আইনানুগভাবে বাতিল ঘোষিত ভোট ধানের শীষের ভোট থেকে বাদ দিয়ে নতুন করে ফলাফল প্রকাশের অনুরোধ করছি। পুনঃগণনার আগ পর্যন্ত ঢাকা-৮ আসনের শপথ অনুষ্ঠান আয়োজন না করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আইনানুগ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

CamScanner

ধন্যবাদান্তে,

(মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী)
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, ঢাকা-৮
প্রতীক- শাপলা কলি